بسم الله الرحمن الرحيم

In the name of Allah, Most Gracious, Ever Merciful

Press Desk

Ahmadiyya Muslim Jamaat

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

শুক্রবার, ২০ অক্টোবর, ২০১৫

ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জামেয়া আহমদীয়া জার্মানির প্রথম সমাবর্তন

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রধানের কাছ থেকে ১৬ জন স্নাতকের শাহেদ ডিগ্রীর সনদ লাভ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত আনন্দের সাথে ঘোষণা করছে যে জামেয়া আহমদীয়া জার্মানির প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠান রাইডস্টাটে অবস্থিত জামেয়া আহমদীয়া জার্মানির প্রাঙ্গনে ১৭ অক্টোবর ২০১৫ অনুষ্ঠিত হয়।

Registered Address: 22 Deer Park Road, London, SW19 3TL UK
Tel/Fax: 020 8544 7613 Mob: 077954 90682 Email: press@ahmadiyya.org.uk

Press Secretary AMJ International

অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ইমাম এবং পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)।

অনুষ্ঠানে ১৬ জন স্নাতককে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) 'শাহেদ ডিগ্রী'-র সনদপত্র প্রদান করেন এবং এর মাধ্যমে তাঁরা আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মুরব্বী সিলসিলা বা ধর্মপ্রচারক হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে নিযুক্ত হন।

সনদ প্রদানের পর হযরত মির্যা মসরূর আহমদ একটি বিশ্বাস-দীপক ভাষণ দেন যাতে তিনি স্নাতকদের তাদের বিশাল দায়িত্ব এবং মহান আল্লাহতাআলার সাথে করা তাদের অঙ্গীকারের কথা মনে করিয়ে দেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“সত্য এবং ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষা ছড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করার যে অঙ্গীকার আপনারা করেছেন তা তুচ্ছ কোন বিষয় নয়। গত সাত বছর ধরে পবিত্র কুর’আন পড়ার পর আপনারা নিশ্চয় অঙ্গীকার পূর্ণ করার গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যক অবহিত আছেন। এ ক্ষেত্রে মনে রাখবেন যে জীবন উৎসর্গকারী হিসেবে আপনাদের অঙ্গীকার পূরণের বিষয়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহতা’লার কাছে আপনাদের জবাবদিহি করতে হবে।”

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরও বলেন:

“মনে রাখবেন আপনারা কখনই আপনাদের দায়িত্ব সম্পুর্ণ করতে পারবেন না, যদি না আপনারা নিজেদের কর্মকে ক্রমাগত মূল্যায়ন করতে থাকেন এবং প্রকৃত ধর্মভীরুতার সন্ধানী হন। যখন আপনারা ইসলামী শিক্ষার এক প্রকৃত নমুনাতে পরিণত হবেন, কেবল তখনই আপনারা আপনাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করতে পারবেন। কেবল তখনই আপনারা এর বার্তাকে ছড়িয়ে দিতে পারবেন এবং জামাতের সদস্যদের নৈতিক প্রশিক্ষণে নিয়োজিত হতে পারবেন।”

ব্যক্তিগত আচার-ব্যবহারের গুরুত্বের কথা বলতে গিয়ে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“আপনাদের কথা এবং কাজের মধ্যে কোন বিরোধ বা অসামঞ্জস্য থাকা কখনই উচিত নয়। এটা আপনাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে আপনি আপনার উপদেশ অনুযায়ী নিজে কাজ করছেন। আপনাদের ধর্মপ্রচার শুধু তখনই মানুষকে ধার্মিকতা এবং পুণ্যের দিকে উদ্বুদ্ধ করবে যখন আপনারা নিজেরা যা বলবেন তা করেও দেখাবেন। পূর্বে আপনাদের দুর্বলতাকে মার্জনা করা হত কারণ

আপনারা ছাত্র ছিলেন, কিন্তু এখন আপনাদের দিকে সবাই লক্ষ্য করবেন এবং আশা করবেন যে আপনারা নৈতিকতা এবং ধার্মিকতার খুবই উচ্চ মান স্থাপন করবেন।”

পতাকাবাহী হিসেবে স্নাতকদেরকে তাদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“জামেয়া আহমদীয়া জার্মানি থেকে পাশ করা আপনারা প্রথম ব্যাচ, এজন্য আপনাদের দায়িত্ব সর্বোত্তম উদাহরণ সৃষ্টি করা এবং যারা আপনাদের অনুবর্তী হবেন তাদের জন্য ইতিবাচক আদর্শ হওয়া।”

ক্রমাগত শিক্ষা অর্জনের গুরুত্বের কথা বলতে গিয়ে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“স্মরণ রাখবেন যে, শিক্ষা গ্রহণ এবং জ্ঞানের সাধনা কখনো বন্ধ হওয়া উচিত না। এটা ভাববেন না যে জামেয়াতে যা পড়েছেন তা যথেষ্ট বরং আপনাদের পুরো জীবন ধরে জ্ঞান আহরণের প্রক্রিয়া সচল রাখুন। বিগত সাত বছর আপনাদেরকে জ্ঞান আহরণের মাধ্যম বা পদ্ধতি শেখানো হয়েছে, কিন্তু জ্ঞানের সাধনা আপনাদের জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সচল থাকা উচিত।”

সম্মানিত হুযূর বলেন যে, যারা ইসলামের নিন্দা করে বা একে চরমপন্থিতা বা সহিংসতার সাথে সম্পর্কযুক্ত বলে দাবি করে তাদেরকে ভুল প্রমাণ করা আহমদী মুসলিম ধর্মপ্রচারকদের দায়িত্ব।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“বর্তমানে কিছু মুসলিম গোষ্ঠীর কার্যকলাপের জন্য অনেকে ইসলামকে চরমপন্থার সাথে যুক্ত করে এবং এজন্য ইসলামের শান্তিপুর্ণ শিক্ষা সম্পর্কে সবাইকে জানানো আপনাদের দায়িত্ব। আপনাদেরকে কুরআনের সত্য শিক্ষাকে উজ্জ্বল এক আলোয় উদ্ভাসিত করে করে এ ঘৃণ্য ভাবাদর্শ এবং চরম্পন্থাকে খণ্ডন করতে হবে। ইসলামের সম্প্রীতি, সহানুভূতি এবং দয়ার শিক্ষা আপনাদেরকে অবশ্যই বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে হবে।”

একতার গুরুত্বের কথা বলতে গিয়ে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“যেখানে আল্লাহতাআলা মুসলমানদেরকে পুণ্য অর্জনে একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করতে বলেছেন, সেখানে এও বোঝানো হয়েছে যে তারা যেন তাদের দূর্বল ভাই এবং বোনদের হাত ধরে তাদেরকেও সাথে নিয়ে চলে এবং তাদেরকে আল্লাহতায়ালার নৈকট্য অর্জনে সহযোগিতা করে। নিশ্চিতভাবে ঔদার্যের এ প্রেরণাই আমাদের জামা’তকে একতাবদ্ধ করে।”

সব শেষে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“ধর্মপ্রচারক হিসেবে আপনারা খলীফাতুল মসীহ এর প্রতিনিধি এবং এজন্য আপনাদের দায়িত্ব খলীফার বাণী পৃথিবীর সকল অংশে পৌঁছান। আর তাঁর বাণী কেবলমাত্র তখনই আপনারা সফলভাবে অন্যের নিকট পৌঁছাতে পারবে, যখন আপনারা নিজেরা তাঁর কথা শুনবেন এবং তাঁর দিক নির্দেশনা

আপনাদের নিজ জীবনে প্রয়োগ করবেন। কেবল তখনই আপনারা খিলাফতের সত্যিকারের দূত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হবেন।”

অনুষ্ঠানটি দোয়ার মাধ্যমে শেষ হয় এবং এরপর সম্মানিত হুযূর জামেয়া আহমদীয়া কমপ্লেক্সটি পরিদর্শন করেন।